আন্নার কি শাস্তি হবে আট জনের প্রাণ চলে যাওয়ার দায়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ আদালত তাদের বুকে আশার আলো জাগিয়ে দিয়েছে। একদিনেই (২০১৭-এর ৩ জানুয়ারি) আটটি প্রাণ আন্নার দোকানে মদপান করে অকালে ঝরে গিয়েছিল। ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল সরকার। কিন্তু ক্ষতিপূরণ তাদের মনে জ্বালা কমাতে পারেনি। একমাত্র আদালত পারবে তাদের ক্ষতে প্রলেপ দিতে। আদালতের বিচারের দিকেই তারা আজও তাকিয়ে আছেন। এরা, গলসি ১নং ব্লকের রামগোপালপুর-করকোনা গ্রামের বাসিন্দারা আদালতের বিচারের ভরসায় অপেক্ষা করছেন। আর এই অপেক্ষায় থাকা বাসিন্দাদের বুকে ভরসা জুগিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সংগ্রামপুরের বিষমদ কান্ডে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। সেই মামলায় নূর আলম ফকির ওরফে খোঁড়া বাদশা-সহ চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আর আদালতের এই রায় গলসি ১নং ব্লকের বাসিন্দাদের বুকে ভরসা দিচ্ছে। গলসি ১নং ব্লকের বাসিন্দারা চাইছেন আন্নার ফাঁসি হওয়া উচিত। যদি ফাঁসি না দেয় আদালত তবে যেন যাবজ্জীপন কারাদন্ড দেওয়া হয়। পুলিশের চার্জশিট জমা পড়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

বর্ধমান আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। বিচারাধীন বন্দি হিসাবেই রয়েছে আন্না। গলসি পুলিশের মতে, আন্না চোলাইয়ের সাথে দেশি মদ বিক্রি করতো। সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধভাবে এই কাজ করতো আন্না। আন্নার তার তৈরি মদে রাসায়নিক মেশাতো যাতে মদের নেশার শক্তি বাড়ে। আর এই রাসায়নিক মেশানোর মাত্রা সে লোভের বশেই বাড়াতে থাকে। ২০১৭ সালের ৩ জানুয়ারি আসে সেই ভয়ঙ্কর দিন। আন্নার মদের দোকানে মদ পান করে মারা যায় আটজন। এরা সবাই রামগোপালপুর-করকোনার বাসিন্দা। এখন কেমন আছে এই দুই গ্রাম? মদের বিরুদ্ধে যখন মেয়েরা রুখে দাঁড়ায় তখন মদ বিক্রেতারা পালায়—এই সত্য আবার প্রমাণ করে দিয়েছে রামগোপালপুর-করকোনা গ্রামের গৃহবধূরা। এই দুই গ্রামে প্রায় প্রতি ঘরে চোলাই তৈরি হত। কিন্তু এখন চোলাই তৈরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রামের বধূদের কাছে চোলাই মদ তৈরির খবর এলেই সোজাসুজি রুখে দাঁড়ান মহিলারা। শেই মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া হয় মদ তৈরি। আর মদপানেও লাগাম এনেছে সন্ধ্যা, লক্ষ্মী, সাধনারা। বেশি মদ পান করলেই তার কাছে ছুটে যায়। মহিলারা সাফ নির্দেশ দেন মদ পান কমাতে হবে নাহলে তারা কড়া ব্যবস্থা নেবে।

এই দুই গ্রামের মহিলারা জানাচ্ছেন, তাদের নির্দেশ মেনেও নিচ্ছে পুরুষরা। মদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাথে আশায় বুক বেঁধে বসে আছে গলসি কবে আদালত শোনাবে আন্নার কড়া শাস্তির কথা।

রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারে রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বুদবুদ থানার মানকর গ্রামে এক আদিবাসী ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বুধবার। বুধবার সকালে মানকরের ক্যানেলপাড়ের মাঠের মধ্যে রক্তাক্ত দেহ দেখতে পায় বাসিন্দারা। জানা যায় এই ব্যক্তির নাম রাজু হাঁসদা (৪২)। বুদবুদ থানার পুলিশ, এক বাসিন্দা যার সাথে বসে রাজু মঙ্গলবার রাতে মদ্যপান করেছিল সেই প্রেম টুডুকে আটক করে। এই প্রেম টুডুর বাড়িও রাজুর বাড়ি যেখানে সেই লবনাধারা গ্রামে। কিন্তু প্রেম টুডু চরম মদ্যপ অবস্থায় থাকার কারণে তাকে পুলিশ আটক করলেও জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারেনি বুধবার দুপুর পর্যন্ত। তন্ত্রসাধনার জেরেই যে এই খুন তা স্থানীয়দের ও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। মানকর ক্যানেলপাড়ের কুচিডাঙ্গা গ্রামের জামাই রাজু হাঁসদা এবং সে তন্ত্রসাধনা করতো। তার দেহের পাশে রুদ্রাক্ষের মালা, সিন্দুর, সরু রশি, ফুল-বেলপাতা, পৈতে, শালু কাপড়-সহ বহু পুজোর সামগ্রী সহ বেশ কিছু জিনিস পাওয়া যায়। রাজুকে মাথায় ও মুখে ভারি পাথর দিয়ে মারার পরে তার গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করা হয় বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ওই পাথর পাওয়া যায় দেহের পাশেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা তন্ত্রসাধনার কারণেই খুন হয়েছে এই ব্যক্তি। রাজু হাঁসদার দুটি স্ত্রী। একজন মানকর কুচিডাঙ্গা গ্রামে থাকেন, আর একজন আউসগ্রামের নতুনডাঙ্গায়। তবে রাজুর নিজের বাড়ি বুদবুদ থানার লবনধারা গ্রামে। রাজু গুনীন হিসাবে আজ দশ বছর এলাকায় পরিচিতি আর প্রেম তার সাগরেদ হিসাবে রাজুর সাথেই থাকত। রাজুর সাথে মঙ্গলবার রাতেও মদ্যপান করা প্রেমকে আটক করেছে বুদবুদ থানার পুলিশ। কিন্তু কি কারণে খুন রাজু? তন্ত্রসাধনা করতে গিয়েই কি শিষ্যের হাতে খুন? আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক মোদি বলেন, একজনকে আটক করলেও সে মদ্যপ অবস্থায় থাকায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করলে কারণ জানা যাবে। তবে এরা আরও কয়েকজন ছিল রাতে বলে আটক ব্যক্তি জানায়। সবাই মিলে মদ্যপান করে। তারপরেই এই খুব। রাজুর দেহ উদ্ধারের ঘটনার পরে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও বাড়িতে তালা দিয়ে কোথাও চলে গেছে বলে জানায় স্থানীয়রা। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা প্রেম তার গুনীন গুরুকে মদ্যপ অবস্থায় খুন করেছে।

কয়লাবোঝাই গাড়ি আটকে প্রতিবাদ পান্ডবেশ্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পান্ডবেশ্বর-রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড-এর কয়লা বোঝাই গাড়ি আটকে প্রতিবাদ পান্ডবেশ্বর থানা এলাকার জোয়ালভাঙা গ্রামের বাসিন্দাদের। ইসিএল কর্তৃপক্ষ না আসার কারণে প্রায় ৩ ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইসিএল-এর পরিবহনের সাথে যুক্ত গাড়িগুলি। বুধবার সকাল ৯টা থেকে ইসিএলের ঝাঁজরা এরিয়ার পরিবহনের গাড়ি বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল জোয়ালভাঙ্গা গ্রামের মানুষ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে ঝাঁজরা এরিয়া কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে যে এই এলাকার ওপর দিয়ে কোলিয়ারির পরিবহনের গাড়িগুলি বেপরোয়াভাবে চলাচল করে ফলে নিত্যদিন ঘটে দুর্ঘটনা। কয়লাবোঝাই ডাম্পারের অবিরাম যাতায়াতের কারণে রাস্তার বেহাল দশা। তার ওপর গাড়িগুলিতে ওভারলোডিং তো রয়েছেই, এছাড়াও কয়লা বোঝাই গাড়িগুলির উপর কোনরকম ঢাকা থাকে না ফলে মানুষের চোখের সমস্যা হচ্ছে, ঘটে দুর্ঘটনা। বারবার ইসিএলের ঝাঁজরা এরিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোন কাজ হয়নি এলাকায়। ঝাঁজরা থেকে পান্ডবেশ্বর এই রাস্তা নিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে ঝাঁজরা এরিয়া কর্তৃপক্ষের বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়, তাতে ঝাঁজরা এরিয়া কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন যাতে যানবাহনগুলির গতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে ও ওভারলোডিং-এর ব্যাপারটি দেখবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্বাস দেওয়া হয় আর বাস্তবে তার কিছুই দেখা যায়নি। এমনটাই জানান, বিক্ষোভকারী তাপস মন্ডল। বিক্ষোভকারীরা জানান, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঝাঁজরা এরিয়ার ইসিএল কর্তৃপক্ষের কেউ এসে সমস্যার সঠিক সমাধান করছেন ততক্ষণ পরিবহনের গাড়িগুলিকে বন্ধ রাখা হবে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসিএলের নিরাপত্তারক্ষীরা।

গলসিতে মাঠে ধান পাকতে শুরু করেছে। খুশি চাষিরা। নিজস্ব চিত্র

পুজো কমিটির সাথে প্রশাসনের বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ উমার বাপের বাড়ি আসতে আর নেই দেরি। তাই ঘুম নেই পুলিশ প্রশাসন থেকে নগর প্রশাসনের। দুর্গাপুরে পারিবারিক পুজোর সাথে সাথে রয়েছে ছোটবড় বহু সার্বজনীন দুর্গাপুজো। পুজোর কয়টা দিন যাতে নির্বিঘ্নে পার করা যায় তার জন্যই পুজো কমিটির সাথে পুলিশ প্রশাসন এবং নগর প্রশাসনের বৈঠকে বেশ কিছু নিয়ম বিধি মানার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুজোর অনুমতির জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে। যারা অনলাইনে আবেদন করবে না তাদের জন্য তথ্যকেন্দ্রে ৪ ও ৫ অক্টোবর আবেদন করার ব্যবস্থা থাকবে। দমকলের কাছে পুজো প্যান্ডেলের সাথে সাথে মেলার নকশাও জমা দিতে হবে। ট্রাফিক পুলিশ নির্দেশ দিয়েছে নিয়ম মেনে স্টল এবং পার্কিং-এর ব্যবস্থা করতে। মন্ডপের সাথে সাথে রাস্তায় আলোকসজ্জার জন্য আলাদা অনুমতি লাগবে। বিদ্যুতের মাসুল বাড়ানো হয়নি। যারা এখনও রাজ্য সরকারের অনুদান ১০০০০ টাকা পায় নি তাদের থানার সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শান্তিপুর বাগআঁচড়ায় মুড়িগঙ্গা নদীতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই শান্তিপুর বাগআঁচড়ায় বুড়িগঙ্গা নদী পারাপার করে থাকেন। বর্ষাকালে নদীতে জল বারলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। জানা গিয়েছে যে, শান্তিপুরের বেলের মাঠ ও ওপারে চর পালপাড়ায় উঠতে হয়। এছাড়াও শান্তিপুর থেকে সূত্রাগড় হয়ে বাগাছরা যেতে হয় এই নদী পারপার করেই। নদী পেরিয়ে যেতে হয় জুনিয়র হাইস্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ হাট-বাজারে। অথচ এই এলাকায় প্রায় তিন হাজারের বেশি বাসিন্দা রয়েছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এলাকার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই মুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়া। তাই এলাকার বাসিন্দারা দাবি তুলেছেন এই নদীতে পাকা সেতু তৈরি হোক। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ যে, প্রতিদিন মানুষ নদী পারাপার করে যাতায়াত করে থাকেন এপার থেকে ওপারে। কিন্তু পাকাপোক্ত সেতু নেই এবং পর্যাপ্ত নৌকাও নেই। অথচ এখানে রয়েছে ক্ষৌণীশ নগরের জুনিয়র হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ হাট-বাজার। তাই শান্তিপুর থেকে বাগাছরা পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে এই নদী পার হয়ে যাতায়াত করতে হয় তাই দাবি তুলেছেন নদীতে একটি পাকা সেতু তৈরি হোক।

বাকতার সার্বজনীন দুর্গাপুজো এবার ৭৯ তম বছরে পা দিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাকতা নবজাগরণী সংঘের দুর্গা আরাধনা এবার ৭৯ তম বছরে পা দিল। বাকতা গ্রামে এই একটি মাত্র দুর্গাপুজো হয়। আর সেই কারণে গ্রামের সব পরিবারের আপন এই পুজো। বাকতা গ্রাম এই চারদিন মেতে ওঠে মহাআনন্দে। বাকতা গ্রামের দেবী দুর্গা পুজো গ্রামবাসীদের কাছে এক অন্য উৎসব। মন্দিরের দুই দিকে শিবমন্দির। আর গ্রামবাসীরাও মনে করেন অসহায় এক ছাগকে বলি দিয়ে কোন পুণ্য অর্জন হতে পারে না। তাই বাকতা গ্রামের এই একটি মাত্র দুর্গাপুজোয় কোন রক্ত ঝড়ে না বলির নামে। কিন্তু বলি তো দিতে হবে। কি বলি দেওয়া যাবে? বাকতা গ্রামের দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় মন্ডা। মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মন্ডা বলি দেওয়া হয় দেবীর উদ্দেশ্যে। সাবেকি ধাঁচেই দেবীর মূর্তি তৈরি করেন শিল্পী মদন পাল। দেবীর সাথে আসেন দেবীর পুত্রকন্যারা। সপ্তমীর সকাল হতেই বাকতা গ্রামের বাসিন্দারা মন্দিরে উপস্থিত হন। পালকি করে নিয়ে আসা হয় নবপত্রিকা। আগমনী গান গেয়ে নিয়ে আসা হয় নবপত্রিকা। নবমীতে কুমারী পুজো প্রচলিত রয়েছে বাকতা গ্রামে। গ্রামের এই পুজোয় দুইদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দশমীর দিন নবপত্রিকার বিসর্জন হলেও দেবীর মূর্তি দশমীতে বিসর্জন হয় না। একাদশীতে বিসর্জন হয় দেবীর মহাধূমধাম করে। বিসর্জনের পরে গ্রামের সবাই অন্নভোগ খান।

লায়েক বাড়ির দুর্গা ব্যাঘ্রবাহিনী, শুধু তাই নয় আট হাত ছোট

মহুয়া ঘোষাল, কাঁকসা ঃ দুর্গাপুরের অন্যতম বিখ্যাত গ্রাম গোপালপুর গ্রাম। এই গ্রামে পাঁচটি পারিবারিক দুর্গাপুজো রয়েছে। দুর্গাপুরের অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপুজো গোপালপুরের লায়েক বাড়ির দুর্গাপুজো। এই বছরে লায়েক বাড়ির দুর্গাপুজো ৫১৯ বছরে পা দিল। মোঘল আমলে আকবর পুত্র সেলিমের নামে পরগণা ছিল সিলামপুর। সেই পরগণা থেকে পুজো আসতো লায়েক বাড়ির দুর্গাপুজোতে। এই পরিবারের সদস্য কাঞ্চল লায়েক বলেন, তাদের দেবী দুর্গা ব্যাঘ্রবাহিনী বলে কথিত আছে তাদের পুজোতে প্রাচীন কালে নরবলি হত তবে এর কোন প্রামাণ্য ইতিহাস তাদের পরিবারে নাই। লায়েক বাড়ির দেবী দুর্গার মূর্তিও কিছুটা ভিন্ন ধরনের। অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দেবীর দশ হাতের মধ্যে দুই হাত স্বাভাবিক। কিন্তু বাকি আট হাত কিছুটা অস্বাভাবিক। এই আট হাত দেবীর কাঁধ থেকে সোজা বার হয়েছে এবং স্বাভাবিক হাতের থেকে বেশ কিছুটা ছোট। ডাকের সাজ এবং মাটির অলঙ্কারে শোভা পান লায়েক বাড়ির দুর্গা। সোনার অলঙ্কার প্রচুর থাকলেও (পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে ১০০ ভরির বেশি) রীতি অনুসারে মাটির অলঙ্কারেই সাজেন দেবী। তবে দেবীকে সোনার মুকুট, সোনার চোখ এভং সোনার শাঁখা পড়ানো হয়। লায়েক বাড়ির দেবী দুর্গার পুজো পদ্ধতিও কিছুটা আলাদা ধরণের। বহু পূর্বে লায়েক বাড়িতে তালপাতার পুঁথিতে লেখা মন্ত্র পড়ে পুজো হত। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে সেই তালপাতার পুঁথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। লায়েক বাড়ির দেবী দুর্গার পুজোতে দেওয়া হয় ছাগ বলি।

এক্ষেত্রেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহাষ্টমীর মহা সন্ধীক্ষণে দেওয়া হয় ছাগ বলি। সম্পূর্ণ সাদা ছাগ বলি দেওয়া হয়। নবমীতে দুটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। বিসর্জনেও রয়েছে নিয়ম। দশমীতেই দেওয়া হয় দেবীর বিসর্জন। সাধারণত বৃহস্পতিবার দশমী হলে বিসর্জন দেওয়া হয় না কিন্তু লায়েক বাড়িতে দশমীর দিনই দেবীকে বিসর্জন দেওয়ার নিয়ম।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222